অতীতকালের প্রথম পুরুষে সকর্মক-অকর্মক ক্রিয়ার রূপভেদ।

**'মৈথিলী'**— বিহারী ভাষাগুলির মধ্যে একমাত্র মৈথিলীই সাহিত্য আকাদেমীর স্বীকৃতি-প্রাপ্ত ভাষা। এর প্রচলন স্থান– বিহারের দ্বারভাঙ্গা, মজফরপুর, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, উঃ সাওতাল পরগণা এবং পূর্ব চম্পারণ অঞ্চল। সাহিত্য সম্পদে একমাত্র মৈথিলীই প্রাচীন কাল থেকে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ভাষা। চতুর্দশ শতকেই জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর 'বর্ণরত্নাকর '/'বর্ণন-রত্নাকর' নামক গদ্য গ্রন্থ মৈথিলী ভাষায় রচনা করেছিলেন, কবি বিদ্যাপতিও প্রায় সমকালেই মৈথিলী ভাষায় কিছু পদ রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া বিদ্যাপতির 'ব্রজবুলী'তেও উক্ত ভাষার প্রভাব-পরিচয় বর্তমান।

বিহারী ভাষাগুলোর মধ্যে প্রধান ভাষা **মৈথিলী** । চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে উমাপতি ওঝার 'পারিজাতহরণ' নাটকের পদাবলী, জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণরত্নাকর' মৈথিলী ভাষার প্রাচীন নিদর্শন। মহান্ কবি বিদ্যাপতি মিথিলারই কবি । মিথিলার তথা বিহারী সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্য রাজনৈতিক পাকে-চক্রে হিন্দীর আওতায় বিনষ্ট হতে বসেছিল। সম্প্রতি মৈথিলী সাহিত্যে

Scanned with CamScanner

নবজাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

মৈথিলী ভাষায় একসময় 'তিরহুতি' ও 'কাইথি' লিপি ব্যবহৃত হতো। এক্ষণে দেবনাগরী লিপি ব্যবহৃত হবার ফলে অনেকের ধারণা—এই ভাষা তথা ভাষাগোষ্ঠী হিন্দী ভাষার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এটি যে একান্ত ভ্রান্ত ধারণা, তার বড় প্রমাণ —এই ভাষাগোষ্ঠীতে এখনো পূর্বাঞ্চলের বাঙলা-অসমীয়া-ওড়িয়া ভাষাগোষ্ঠীর মতোই অতীতকালে '-ল' প্রত্যয় ( 'ভেল'='হইল', কিন্তু হিন্দীতে 'হুয়া থা' ) এবং ভবিষ্যৎ কালে '-ব' প্রত্যয় ( 'যাওব'-'যাব', হিন্দীতে 'জাওঙ্গা') ব্যবহৃত হয়। মৈথিলীতে 'অ'কারের বিবৃত উচ্চারণ (হিন্দীর মতো) এবং সংবৃত উচ্চারণ (বাঙলার মতো)—দুই-ই প্রচলিত আছে। বিভক্তি রূপে ষষ্ঠীতে যেমন '-কা, -কো' প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, তেমনি রয়েছে '-র'-এরও প্রয়োগ। বহুবচন পদ-গঠনে 'সব্' এবং 'লোকনি' প্রভৃতি সমষ্টি বাচক শব্দ যোগ করা হয়। অ, ই, উ —এই তিনটি হ্রস্বস্বর মৈথিলীতে পদান্তে অতি হ্রস্ব উচ্চারিত হয়। বিশেষণমূলক বা যৌগিক পদের সহায়তায় মৈথিলীতে কর্মবাচ্যের পদ গঠন করা হয়। যেমন—'ই কাজ কতল আছি' (=এ কাজ করা হ'য়েছে)। হিন্দীর মতোই লিঙ্গ-বিচারে যেমন কঠোরতা মানা হয়, তেমনি আবার বাঙলার মতো শিথিল প্রয়োগও যথেষ্টই রয়েছে ( 'তোর/তেরী বেটী')। বাঙলার মতোই বিভিন্ন কারকে বিভক্তি-স্থলে অনুসর্গের ব্যবহারও এই গোষ্ঠীতে প্রচলিত। যৌগিক কাল বোঝাতে 'আছ্' ( বাঙলায়ও একই প্রকার ) এবং 'রহ্' ধাতুর ( বাঙলায় 'থাক্') প্রয়োগ ( 'দেখইঁতছথি'/'অবইত রহব' ) প্রভৃতি মৈথিলী ভাষার বৈশিষ্ট্য।

Scanned with CamScanner